দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি

বৈবাহিক অবস্থা জানতে চাওয়া প্রশ্নে রুল হাইকোর্টের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈবাহিক অবস্থার তথ্য জানতে চাওয়া কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ওই শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতেও রাজশাহী সরকারি নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ'র সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল এই আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ব্যারিস্টার অনীক আর হক শুনানি করেন।

গত ১৪ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে 'মেয়েটি এখন কী করবে?' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, ২০১৩ সালের ৬ জুন দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় ধর্ষণের শিকার হন মেয়েটি। ধর্ষকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামের লোকজন চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ওই বিয়ে হয়নি। পরে এ ঘটনায় একটি মামলার পর পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে। মেয়েটি শিশু সন্তানের জন্ম দেয়। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় প্রমাণ হয় ওই যুবকই শিশুটির বাবা। এইচএসসি পাসের পর রাজাহী সরকারি নার্সিং কলেজে ভর্তি হতে গেলে বৈবাহিক অবস্থার স্থানে মেয়েটিকে স্বামী পরিত্যক্তা লিখতে বলা হয়। এটি না লিখায় তাকে ভর্তি করা হয়নি। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাহরিয়া ফেরদৌস ও নাহিদ সুলতানা জেনি। একইসঙ্গে চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিবসহ বিবাদীদেরকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।